بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মক্কা-বিজয়ের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা এবং শহীদ মরহুম ডাক্তার শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ সাহেবের স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ মে, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় আমি একজন মুসলমান কর্তৃক ইসলামের এক শত্রুকে 'সালাম' প্রদানের পরও হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে সূরা নিসা'র আয়াত পাঠ করেছিলাম যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'তোমরা সালাম প্রদানকারীকে মু'মিন নও এ কথা বোলো না'** (সূরা আন্ নিসা: ৯৫)। মহানবী (সা.) এই ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা শুনে চরম অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন এবং এ কাজটিকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাকে দূরে সরিয়ে দেন; এমনকি কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়াও করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর জন্য এটি অত্যন্ত কষ্টের বিষয় ছিল। তিনি এই কাজটিকে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। হায়! বর্তমান যুগের তথাকথিত মৌলভীরা, যারা নিজেদেরকে ধর্মের ঠিকাদার দাবি করে, তারা যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করত এবং আহ্‌মদীদের ওপর যে, অত্যাচার চালাচ্ছে তা থেকে বিরত হতো!

এখন **মক্কা-বিজয়ের** অভিযান সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হবে যা ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। একে **'ফাতহে আজীম'** বা মহান বিজয়ও বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যার ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আয়াত قُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِیۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ.. এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি হিজরতের পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আর এতে হিজরত এবং মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল।

এরপর সূরা ফাতহ্‌র ১৯নং আয়াতেও মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি গাছের নিচে তোমার বয়আত করেছিল। আর তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। হিজরতের সময় এ আয়াত অবতরণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, যেদিন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেদিনই তাকে (সা.) মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

আসল বিষয় হলো, যেদিন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, ঠিক সেই দিনই খোদা তা'লা তাঁকে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। হিজরতের সময় এই আয়াত নাযিল হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে খোদাতা'লা বলেছেনঃ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৮৬) অর্থাৎ, **নিশ্চয় যিনি তোমার ওপর কুরআনকে ফরয (আবশ্যক) করেছেন তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন।** হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, এই আয়াতে **'প্রত্যাবর্তনস্থল'** দ্বারা মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে।

সূরা বাকারা-র এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ, **"এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও, কারণ নিশ্চয় এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত সত্য।"** এই আয়াতের অর্থ এই যে, (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের লক্ষ্য একটিই হওয়া উচিত-তোমরা কাবা ঘর বিজয় করে তাকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল বানাবে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম মক্কায় প্রবেশ না করে এবং মক্কা মুসলমানদের অধীনে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি সমগ্র আরববাসী ইসলামে প্রবেশ করবে না। এটাই ছিল মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত এক কর্মসূচি।

এরপর, হুযূর আনোয়ার (আই.) এক শহীদের বিষয়ে বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, আমি এখন একজন শহীদ ভাইয়ের কথা উল্লেখ করবো। তিনি হলেন সারগোধা নিবাসী মুকাররম শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের পুত্র **শহীদ মরহুম ডাক্তার শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ সাহেব। ১৬** মে এক আহ্‌মদী বিরোধী ব্যক্তির গুলিতে তিনি শহীদ হয়েছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

ঘটনার বৃত্তান্ত হলো, ডাক্তার সাহেব জুমুআর নামায আদায় করে স্বপরিবারে সারগোধার ফাতিমা হাসপাতাল পৌঁছেন, যেখানে তিনি রোগী দেখতেন। হাসপাতালে ঢুকে নিজের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন, সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁর পিছু পিছু আসে এবং শপিং ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে ডাক্তার সাহেবকে পেছন দিক থেকে গুলি করে। তাঁর শরীরে দুটি গুলি বিদ্ধ হয় এবং তা তাঁর শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। দ্রুত তাঁকে সিভিল হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু আঘাতের তীব্রতায় মুকাররম ডাক্তার সাহেব শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ঘটনার সময় হামলাকারী অস্ত্র উঁচিয়ে তার সাথীর সাথে পালিয়ে যায়। শাহাদতের সময়ে মরহুমের বয়স ছিল ঊনষাট বছর।

মরহুম শহীদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার প্রপিতামহ মোকাররম বাবু এজাজ হোসাইন সাহেবের ভাই হযরত সরফরাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী (রা.)-র মাধ্যমে। যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)- এর হাতে বয়আত করে আহ্‌মদী জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ মরহুমের প্রপিতামহ বাবু এজাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী তার ভাইয়ের মাধ্যমে বয়আত করেন।

শহীদ মরহুম লাহোরের এফ.সি. কলেজ থেকে এফ.এস.সি সম্পন্ন করেন এবং এরপর রাওয়ালপিন্ডি মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৯০ সালে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। এরপর পঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং চার বছর সার্ভিসেস হাসপাতাল ও জিন্নাহ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানসের মেম্বারশিপ এবং ২০২১ সালে ফেলোশিপ অর্জন করেন। শহীদ সাহেব ২০০১ সালে সরগোধায় স্থানান্তরিত হন এবং সরগোধার প্রথম লিভার ও কিডনী বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এরপর থেকে তিনি ফজলে উমর হাসপাতালেও নিয়মিত ভিজিটিং ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে আরোগ্য রেখেছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞানেও তাঁর দখল ছিল-কুরআনের তাফসীর, তাযকিরা, রুহানী খাযায়েন, জামা'তী বইপত্র এবং মতবিরোধমূলক বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়নকারী ছিলেন। তিনি সরগোধা জেলার নায়েব আমির হিসেবেও খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহ্‌মদীয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গঠনের শুরু থেকেই তিনি এর সদস্য ছিলেন এবং ২০২৪ সাল থেকে অ্যাসোসিয়েশনের নায়েব সদর-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়া সরগোধা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

গত তিন বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের অসুস্থতাকে কখনো অগ্রাধিকার দেননি-সর্বদা রোগীদের সেবায় নিবেদিত থাকতেন। রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা, ভালোবাসা এবং দরিদ্রদের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রয়োজনে দরিদ্র রোগীদের যাতায়াতের খরচও দিতেন, পরীক্ষাগুলো বিনামূল্যে করিয়ে দিতেন এবং অর্থসাহায্য করতেন। অসহায় কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থায়ও সাহায্য করতেন।

শহীদ মরহুমের মা আমাতুল হাই সাহেবা বলেন, তিনি পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শৈশব থেকেই অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রিত, খিলাফতের প্রতি অগাধ প্রেম ছিল। আর্থিক বিষয়াদি এবং দেনাপাওনার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন এবং পরিবারের সবাইকে একত্র রাখার চেষ্টা করতেন।

তাঁর সহধর্মিনী আমাতুন নূর সাহেবা বলেন, তিনি সবসময় সন্তানদের জামা'তের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ডায়রিতে লিখে রাখতেন। চাঁদা প্রদানে অত্যন্ত আদর্শনীয় ছিলেন, শহীদ হওয়ার সময় তাঁর ওসীয়্যাতের চাঁদার হিসাব ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিশোধিত ছিল। তাঁর কন্যা সায়মা বলেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন। আমার বিয়ের সময় একটিমাত্র উপদেশ দিয়েছিলেন-"বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সবসময় জামা'তের সঙ্গে যুক্ত থেকো। যদি কখনো কোনো জামা'তী খেদমতের সুযোগ পাও, কখনো অস্বীকার কোরো না।"

এক পুত্রবধূ বলেন, তিনি সবসময় খোদার ওপর ভরসা করতেন। যখনই কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইতাম, কথার শুরু এবং শেষ দুটোই দোয়ার মাধ্যমে করতেন। তাঁর বোন বলেন, জামা'তবিরোধী

পরিস্থিতি তাঁকে দারুণভাবে কষ্ট দিতো। তিনি নিয়মিত রাতে উঠে নফল ও তাহাজ্জুদ পড়তেন। সরগোধা জেলার আমির সাহেব বলেন, মানুষের উপকারে আসার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে ছিল অসাধারণ বিনয় ও নম্রতা। জামা'তী কর্মকর্তাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাতেন।

সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুরব্বী বলেনঃ "আমাদের প্রিয়জন, মানবতার সেবক, দয়া ও মমতার প্রতীক, লাখো মানুষের চিকিৎসক, জীবন্ত ফেরেশতা সদৃশ এই মানুষটি আমাদের ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। শহীদ সাহেব একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকই ছিল অনুকরণীয়।"

বিরোধীরা জেলার সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করেছিল। একইভাবে, টার্গেট করে হত্যার জন্য আহ্‌মদীদের একটি তালিকা তৈরি করেছিল যেখানে ডা. সাহেবের নাম ছিল সবার উপরে। এক মৌলভী, আকরাম তুফানী, তাঁর 'ওয়াজিবুল কতল' হওয়ার ফতোয়া জারি করেছিল এবং সেই ফতোয়া প্রচারও করা হয়। অথচ সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ তা'লা যেন এদের প্রতি দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করেন, কারণ দেশকে রক্ষা করতে হলে এই সন্ত্রাসী ও ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া একান্ত জরুরি। এই নামধারী ধর্মীয় সন্ত্রাসীরা ধর্মের নামে দেশ ধ্বংস করতে উদ্যত। আমাদের সকল অকুতি আল্লাহ্‌র দরবারে, এবং এখন আমাদের উচিত এইসব অবিচারের মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র হক আদায়ে মনোযোগ দেওয়া।

আল্লাহ্ তা'লা শহীদ সাহেবের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাঁর পরিবারবর্গকে ধৈর্য ও সহনশীলতা দান করুন। তাঁর মা, যিনি উচ্চ বয়সের, আল্লাহ্ যেন তাঁর দুঃখ লাঘব করেন এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিজ হেফাজতে রাখুন। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

23 May 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat